৩১

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

# মুশকিল আসান?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রী প্রার্থী ছাত্রদের এখন দারুণ দুর্দিন। ১৯৮৭ সালে পড়াশুনা শেষ করে, পরীক্ষা দিয়ে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পাস করে যাদের জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ার কথা তাদের কেউ কেউ গত বছর অক্টোবর মাসে পরীক্ষা দিয়ে দিন নয়, মাস গুনছেন। এ বছর জানুয়ারীতে যাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারা তো কোন্ ছার। কারো পরীক্ষার ফল প্রকাশের কোন আলামত নেই। বসে বসে অন্নধ্বংস ও আকাশের তারা গোনা ছাড়া ডিগ্রী প্রার্থীদের অন্যকিছু করার নেই।

আর ১৯৮৮ সালের মাস্টার্স ডিগ্রী প্রার্থীরা এখনও পরীক্ষার্থী মাত্র। পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষার আশায় আশায় মাস গুনছেন। সেশন জটের চক্করের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনার পর গত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তাদের পরীক্ষার দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই দিনক্ষণ উতরে গেছে। একবার নয়, দু'বার নয়, পাঁচবার ঐ পরীক্ষা পিছানো হয়েছে। ষষ্ঠবারের মত তারিখ পড়েছে ২৮শে অক্টোবর। ছ'বারের বার কি পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য খুলবে? পরীক্ষার্থীদের প্রথম ধাক্কার মুশকিল কি আসান হবে?

পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। পরীক্ষা পিছানোর কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধারাবাহিক সন্ত্রাস'। এই সন্ত্রাসের প্রতিষেধক ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিক-মন্ত্রী-আমলারা কেউই এখন পর্যন্ত খুঁজে পাননি। ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকরা সবার কাছে আর্জি পেশ করেছেন, লাভ হয়নি। তাই নিরুপায় হয়ে পরীক্ষার্থীরা পার্থিব শক্তির বদলে ঐশী শক্তির শরণাপন্ন হচ্ছেন।

গত শুক্রবার সলিমুল্লাহ হলের পরীক্ষার্থীরা এক মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন এবার তাদের পরীক্ষা আর না পিছায়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মুশকিল আসানের জন্য তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছেন। মিলাদ মাহফিলে মোনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ পেশ করার পর খুব বেশিক্ষণ যেতে দেয়া হলো না। সলিমুল্লাহ ও জহুরুল হক হল এলাকা থেকে শোনা গেল কমপক্ষে ৭ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীর আওয়াজ। সন্ত্রাসীদের স্বভাবোচিত অভ্যর্থনা। আল্লাহর রহমত পাওয়া গেলেও সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। তাই পরীক্ষার্থীদের মুশকিল আসান কবে হবে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

যারা পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের জন্য মাস গুনছেন তারা এখনও আল্লাহর দরগাহ পর্যন্ত যাননি। জানা গেল, তাদের চারজন— পারুল-বীথি-ফারুক-করিম যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে এক চিঠির মারফত তাদের ফরিয়াদ পেশ করেছেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হওয়াতে নাকি তারা হতাশা ও নিরাশায় ভুগছেন। পরীক্ষা দেয়ার পর তাদের এক বছর চলে গেছে। দিন গোনার বদলে তাদের বোধহয় বছর গোনা শুরু হলো।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের মুশকিল আসান অবশ্য সন্ত্রাসীদের হাতে নয়, বিবেকবান বিজ্ঞ পরীক্ষকদের সুকোমল হস্তে। তাদের সচেতন করার জন্য ডিগ্রী প্রার্থীরা উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বশেষে চ্যান্সেলরের কাছে ফরিয়াদ পেশ করে দেখতে পারেন। তাতেও যদি ফল না পাওয়া যায় পীরের দরগায় বা ধর্মভেদে সত্যনারায়ণকে শিরনি দিতে পারেন। মানত করে আশায় বসে থাকতে পারেন। আর একান্ত নিরুপায় হলে আল্লাহর দরগায় ফরিয়াদ পেশ করা তো আছেই। মুশকিল আসানের পার্থিব উপায় বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ ভরসা।